# এখন থেকে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষাতেও ব্যবহার করা যাবে ফ্লিপকার্ট

- লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর ভাষার সমস্যা মেটাতে ফ্লিপকার্ট অ্যাপের জন্য প্রায় ৫৪ লক্ষ বাংলা ও ওড়িয়া শব্দ অনুবাদ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষাভাষীদের সুবিধার জন্য।

- এই দুই ভাষা যুক্ত হওয়ার ফলে ফ্লিপকার্ট দিচ্ছে সাতটি ভারতীয় ভাষায় সবচেয়ে সেরা ই কমার্স পরিষেবা। এই সাতটি ভাষায় কথা বলেন ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ।

- ফ্লিপকার্ট ভাষার বিশ্বকে ক্রমাগত প্রসারিত করে চলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রযুক্তির পিছনে ভালরকম বিনিয়োগ করার ফলে। এর লক্ষ্য হল, গ্রাহকেরা যাতে ফ্লিপকার্ট অ্যাপ আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য অনন্য সক্ষমতা তৈরি করা।

- এই সব শব্দ যোগ হওয়ার ফলে ফ্লিপকার্টে এখন মোট ৭টি ভারতীয় ভাষায় সেরা ই-কমার্স পরিষেবা পাওয়া যাবে। এর দরুন সারা ভারতে যতগুলি সরকার স্বীকৃত ভাষায় কথা বলা হয়, তার ৭৫ শতাংশ ভাষাভাষীকেই পাওয়া যাবে ফ্লিপকার্ট অ্যাপে।

**কলকাতা, ২৪ মার্চ, ২০২১ :** ভারতেই তৈরি ই- কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট আজ ঘোষণা করল যে, তারা তাদের প্ল্যাটফর্মে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার ব্যবহার চালু করছে। অনলাইন কমার্সে আরও অনেক লোককে টেনে আনা এবং আরও ভারতীয় ভাষা ব্যবহারকারীরা যাতে এই অ্যাপের পরিষেবা পেতে পারেন সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। এদেশে এই দুই ভাষায় বহু লোক কথা বলেন। ফ্লিপকার্ট অ্যাপে এই দুই ভাষা যুক্ত হওয়ায় এই দুই ভাষাভাষীরা নিজেদের মাতৃভাষায় ফ্লিপকার্ট অ্যাপের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন।

ডিসপ্লে ব্যানার থেকে ক্যাটেগরি পেজ এবং প্রোডাক্টের বর্ণনা, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানা যাবে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায়। লক্ষ লক্ষ গ্রাহক এই দুই ভাষা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। এজন্য এই প্ল্যাটফর্মে ৫৪ লক্ষ শব্দের অনুবাদ ও বর্ণীকরণ করা হয়েছে। ফলে দুটি ভাষাই একেবারে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এখানে ইএমআই, ডেলিভারি, ফিল্টার, কার্ট এবং ওটিপির মতো শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ না করে পদগুলির বর্ণীকরণ করা হয়েছে, যাতে এই দুই ভাষাভাষীরা তাঁদের কথ্য ভাষার শব্দগুলির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে পারেন। একই সঙ্গে এর দরুন ই কমার্সে ব্যবহৃত শব্দবন্ধগুলির সঙ্গে তাঁরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন।

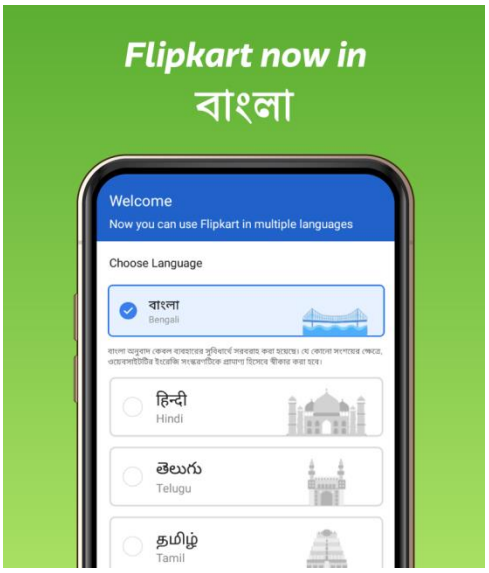


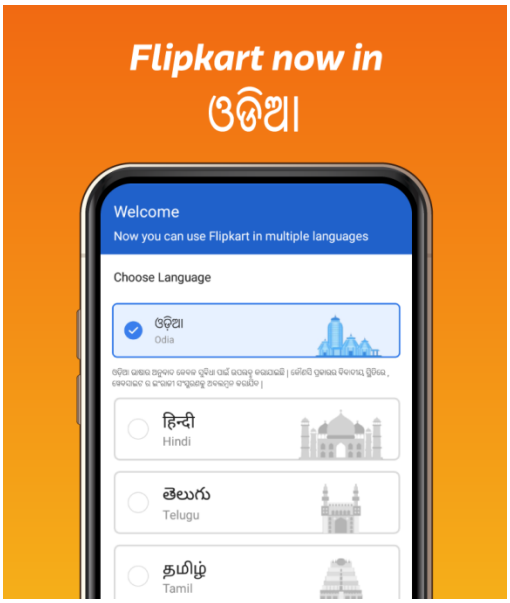


ফ্লিপকার্টের লক্ষ্য হল স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হওয়া ভাষা সমস্যার সমাধানে জোর দেওয়া এবং এর মাধ্যমে ২০ কোটি নতুন ক্রেতাকে ই কমার্সে এনে ফেলা। সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চালু করা হল বাংলা ও ওড়িয়া। নতুন এই দুই ভাষার ব্যবহার শুরু হওয়ায় ফ্লিপকার্ট অ্যাপ এখন ব্যবহার যাবে ৭টি ভারতীয় ভাষায় । এগুলির মধ্যে রয়েছে হিন্দি, তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মারাঠিও। ভাষা সমস্যা সমাধানের এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে দেড় বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে।

শিল্পমহলের রিপোর্ট হল, ২০২১ সালের মধ্যে যত ভারতীয় ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন তাঁদের ৭৫ শতাংশই হবেন ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারকারী। বিশেষ করে ছোট ছোট শহরগুলির বাসিন্দারা ক্রমশ ইন্টারনেট ব্যবহার করায় ভারতীয় ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বড়ছে। ফলে আঞ্চলিক ভাষায় ই কমার্স পরিষেবা ব্যবহার করতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর ফলে পরিষেবা দেওয়ার কাজটাও হয়ে উঠবে একেবারে ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ অনুযায়ী। এর ফলে গোটা দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ উপভোক্তা তাঁদের নিজেদের ভাষায় অন লাইন শপিংয়ের অত্যন্ত আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন। পাশাপাশি, দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এমএসএমই /বিক্রেতাদের জন্য আরও বৃহত্তর বাজার তৈরি হবে।

**ফ্লিপকার্টের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার বলেন**, ‘দেশে তৈরি ই কমার্স মার্কেট প্লেস হিসাবে ফ্লিপকার্ট পরবর্তী ধাপে আরও ২০ কোটি ক্রেতাকে অনলাইনে টেনে আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্য পূরণে ভারতে ই-কমার্সের গণতন্ত্রীকরণের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকেও জনপ্রিয় করতে চায় ফ্লিপকার্ট। এই প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ফ্লিপকার্ট মাতৃভাষার জগৎকে সাতটি ভারতীয় ভাষায় প্রসারিত করতে পেরেছে এবং এই সাতটি ভাষা আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ ব্যবহার

করেন। এর ফলে যাঁরা নতুন ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন তাঁরাও পেয়ে যান ই কমার্স পরিষেবা গ্রহণের এক বাধাহীন অভিজ্ঞতা। বাংলা ও ওড়িয়া ভাষা যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়াসকে দ্বিগুণ করেছি এবং প্রযুক্তির পিছনে আরও অনেক বেশি বিনিয়োগ করেছি। আমাদের লক্ষ্য হল দেশজুড়ে সংস্থার যে লক্ষ লক্ষ ক্রেতা ছড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের কাছে ভাষার ব্যবহার সহজতর করে তোলা। এছাড়াও , আমরা লক্ষ লক্ষ বিক্রেতা, এমএসএমই, হস্তশিল্পী এবং বাস্তুতন্ত্রের অংশীদারদের জন্য সৃষ্টি করছি এমন মূল্য যা সকলে ভাগ করে নিতে পারেন। এটা করা হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতে ই কমার্সের গণতন্ত্রীকরণের মধ্যে দিয়ে।'

ফ্লিপকার্টের মাতৃভাষার জগতের ভিত্তি আমরা ক্রমাগত সম্প্রসারিত করে চলেছি। এর  ফলে দেশজুড়ে চলছে একটা উল্লেখযোগ্য আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া। ব্যবহারের প্রবণতা বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো, যাঁরা আমাদের ক্রেতাদের ৯৫ শতাংশের বেশি এবং যাঁরা মাতৃভাষায় অ্যাপ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও একই ধরনের আত্মস্থ করার প্রক্রিয়া জারি রয়েছে এবং সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে ক্রেতারা এই ধরনের ক্ষমতা নিজেরাই ধাপে ধাপে অর্জন করে নিতে পারছেন।